জুতা-আবিষ্কার

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

(ক) ১৮৬১

(খ) ১৯১৩

(গ) ১৯১৪

(ঘ) ১৯৪১

২। পন্ডিতের মুখ চুন হয়েছিল কেন?

(ক) মৃত্যুর ভয়ে ভীত হওয়ায়

(খ) করণীয় খুঁজে না পাওয়ায়

(গ) দায়িত্ব অবহেলা করায়

(ঘ) মন্ত্রীর আদেশ শুনে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও:

বন্ধু এন্টিনিওর জন্য জামিন হয়ে বাসানিও সদখোর শাইলকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ধার আনে। এ সময় শর্তে উল্লেখ থাকে যে নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে উক্ত টাকা ফেরত দানে ব্যর্থ হলে শাইলক বাসানিওর বুকের এক পাউন্ড মাংস কেটে নিবে। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার সুযোগে শাইলক আদালতে যায়। অসহায় বোধ করে বাসানিও। এমন সময় এক তরুণ উকিল বলেন, শাইলক ঠিক এক পাউন্ড মাংস কাটতে পারবেন- কমবেশি নয় এবং শর্তে উল্লেখ না থাকায় কোন রক্ত ঝরাতে পারবে না।

৩। উদ্দীপকের তরুণ উকিল সাথে 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার যে চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে তা হলো-

(ক) হবু

(খ) গোবু

(গ) পন্ডিত

(ঘ) চামার

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে

(খ) ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে

(গ) ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে

(ঘ) ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) ১২৬১

(খ) ১২৬২

(গ) ১২৬৮

(ঘ) ১২৭২

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ কোনগুলো?

(ক) মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, বিসর্জন

(খ) ক্ষণিকা, বলাকা, পুনশ্চ, শেষের কবিতা

(গ) রক্তকরবী, চোখের বালি, কল্পনা, চিত্রা

(ঘ) চিত্রা, কল্পনা, সোনার তরী, মানসী

৭। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার নাম কী?

(ক) প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

(খ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ঘ) সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান?

(ক) ক্ষণিকা

(খ) মানসী

(গ) সোনার তরী

(ঘ) গীতাঞ্জলি

৯। এশিয়দের মধ্যে সাহিত্য সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পান কে?

(ক) কেনজাবুরো ওয়ে

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) নাগিব মাহফুজ

(ঘ) আরহান পামুক

১০। "তিনি একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ।"-উক্তিটি কোন লেখক সম্পর্কে প্রযোজ্য?

(ক) প্রমথ চৌধুরী

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(ঘ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে যথাযথ উক্তি কোনটি?

(ক) তিনি ৭ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন

(খ) তিনি একমাত্র নোবেল বিজয়ী বাঙালি কবি

(গ) তাঁর পিতার নাম প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

(ঘ) তিনি শান্তিনিকেতনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন

১২। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলার ক্ষেত্রে কোন মতবাদটি গ্রহণযোগ্য

(ক) আধুনিক রুচিবোধসম্পন্ন সাহিত্য

(খ) নোবেল পুস্কার প্রাপ্তি

(গ) আন্তর্জাতিক দৃষ্টিসম্পন্ন

(ঘ) বিশ্বব্যাপী সমাদৃত সাহিত্য

১৩। বিসর্জন ও রক্তকরবীর মধ্যে মিল কিসে?

(ক) দুটিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর নাটক

(খ) দুটিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর উপন্যাস

(গ) আঙ্গিক ভিন্ন হলেও দুটির বিষয়বস্তু অভিন্ন

(ঘ) দুটিই প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ এর মৃত্যুর পরে

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর সাথে ৭ই মে ৭ই আগস্ট কীভাবে সম্পর্কিত?

(ক) জন্ম ও মৃত্যুতে

(খ) জন্ম ও বিবাহে
(গ) মৃত্যু ও নোবেল প্রাপ্তিতে
(ঘ) নোবেল ও জমিদারি পত্তনে

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে
(খ) ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে
(গ) ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে
(ঘ) ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কারেন-
(ক) কলকাতায়
(খ) শান্তি নিকেতনে
(গ) উড়িষ্যায়
(ঘ) ব্রিটেনে

১৭। হবু কে
(ক) রাজা
(খ) মন্ত্রী
(গ) পন্ডিত
(ঘ) চর্মকার

১৮। 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার রাজা কে?
(ক) গোবুরায়
(খ) রবু
(গ) হবু
(ঘ) মহী

১৯। হবু কাকে ডেকে পায়ে ধুলা কেন লাগবে এ চিন্তার কথা বলেন?
(ক) গোবুরায়কে
(খ) রবুরায়কে
(গ) মনুরায়কে
(ঘ) পন্ডিতকে

২০। মলিন ধুলা লাগবে কোথায় চরণ ফেলা মাত্র?
(ক) ঘরের মাঝে
(খ) ধরণি মাঝে
(গ) রাস্তার মাঝে
(ঘ) রাজ্যের মাঝে

২১। তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি- এখানে বাঁটি অর্থ কী?
(ক) কেড়ে নেওয়া
(খ) তুলে নেওয়া
(গ) দিয়ে দেওয়া
(ঘ) ভাগ করে নেওয়া

২২। কার উপর কারও কোনো দৃষ্টি নেই?
(ক) রাজার
(খ) জনগণের
(গ) মন্ত্রীর
(ঘ) সেনাপতির

২৩। আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি- এখানে 'আমার মাটি' বলতে কী বোঝায়?
(ক) কেনা মাটি
(খ) পাওয়া মাটি
(গ) রাজ্যের মাটি
(ঘ) সম্পত্তি

২৪। শীঘ্র কিসের প্রতিকার করতে হবে?
(ক) রাজার খাদ্য অভাবের
(খ) রাজার বস্ত্র অভাবের
(গ) রাজ্যের দুর্নীতির
(ঘ) রাজার পায়ে মাটি

২৫। রাজার কথা শুনে কে ভেবে ভেবে খুন হলো?
(ক) হবু
(খ) গোবু
(গ) বৈজ্ঞানিক
(ঘ) পন্ডিত

২৬। দারুণ ত্রাসে কী বহে গাত্রে?
(ক) শীত
(খ) ভয়
(গ) ঘাম
(ঘ) জ্বর

২৭। কার মুখ চুন হলো
(ক) গোবুর
(খ) হবুর
(গ) রবুর
(ঘ) পন্ডিতের

২৮। পাত্রদের রাতে কী নেই?
(ক) খাওয়া
(খ) ঘুম
(গ) চিন্তা
(ঘ) ভয়

২৯। কার রাতে ঘুম নেই?
(ক) রাজার
(খ) মন্ত্রীর
(গ) পাত্রদের
(ঘ) পন্ডিতের

৩০। রান্নাঘরে কী চড়ে না?
(ক) রান্না
(খ) হাঁড়ি
(গ) বাজার
(ঘ) রাঁধুনি

৩১। কোথায় কান্নাকাটি পড়ে গেল?
(ক) রাজদরবারে

(খ) মন্ত্রীশালয়
(গ) শিক্ষালয়ে
(ঘ) বাড়ির মধ্যে

৩২। বাড়ির মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে যাওয়ার করণ ক?
(ক) রাজার আদেশ পালনের উপায়ন্তর খুঁজে না পাওয়ায়
(খ) মানুষ মারা যাওয়ায়
(গ) রাজ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ লাগায়
(ঘ) শিশু ও পুরুষদের হত্যা করায়

৩৩। কার অশ্রুজলে পাকা দাড়ি ভাসে?
(ক) রাজার
(খ) মন্ত্রীর
(গ) পাত্রদের
(ঘ) চামারের

৩৪। যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে, পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে!- এখানে 'তব' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
(ক) রাজা
(খ) মন্ত্রী
(গ) সভাসদগণ
(ঘ) পন্ডিত

৩৫। পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে! -এখানে 'পায়ের ধুলা' কী অর্থ প্রকাশ করে?
(ক) আশা
(খ) আশীর্বাদ
(গ) সম্পদ
(ঘ) ঘৃণা

৩৬। রাজা কীভাবে ভাবলেন?
(ক) হেলে হেলে
(খ) কেঁদে কেঁদে
(গ) দুলি দুলি
(ঘ) ভুলি ভুলি

৩৭। রাজা ভেবে কী বিদায় করতে বললেন আগে?
(ক) ধুলা
(খ) পানি
(গ) ফটক দুয়ার
(ঘ) জলের জীব

৩৮। রাজা অনেক কী পোষার কথা বলেছেন?
(ক) পাখি
(খ) উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক
(গ) মিথ্যাবাদী
(ঘ) দাস

৩৯। রাজার কথা শুনে আঁধার দেখে কে?
(ক) হবু
(খ) গোবু
(গ) রবু
(ঘ) চামার

৪০। যত্নভরে মন্ত্রী কী নিয়ে আসেন?
(ক) নস্যি
(খ) খাদ্য
(গ) জ্ঞানী-গুণী
(ঘ) বন্ধুদের

৪১। দেশ-বিদেশ থেকে মন্ত্রী কাদের আনেন?
(ক) মন্ত্রীদের
(খ) শিক্ষকদের
(গ) রাঁধুনিদের
(ঘ) যন্ত্রীদের

৪২। সবাই কীভাবে বসল
(ক) চোখে চশমা এঁটে
(খ) মুখ বন্ধ করে
(গ) কান বন্ধ করে
(ঘ) লুকিয়ে

৪৩। কত পিপে নস্যি ফুরিয়ে গেল?
(ক) উনিশ
(খ) একুশ
(গ) বাইশ
(ঘ) তেইশ

৪৪। ধরা থেকে মাটি গেলে কী হবে না?
(ক) ঘর
(খ) বৃষ্টি
(গ) শস্য
(ঘ) নস্যি

৪৫। সবাই মিলে যুক্তি করে কী কিনল?
(ক) পানির কল
(খ) চামড়া
(গ) জুতা
(ঘ) ঝাঁটা

৪৬। সবাই মিলে কতগুলো ঝাঁটা কিনল
(ক) এক লক্ষ
(খ) সাড়ে তিন লক্ষ
(গ) সাড়ে সাত লক্ষ
(ঘ) সাড়ে সতেরো লক্ষ

৪৭। কিসের চোটে পথের ধুলা এসে রাজার মুখ বুক ভরিয়ে দিল?
(ক) রাগের
(খ) ধুলার
(গ) ঝাঁটের
(ঘ) আলোর

৪৮। পথের ধুলা কার মুখ-বুক ভরিয়ে দিল?

(ক) মন্ত্রীর
(খ) রাজার
(গ) পন্ডিতের
(ঘ) যন্ত্রীদের

৪৯। **কিসে রাজার মুখ-বুক ভরে যায়?**
(ক) চিন্তায়
(খ) দুঃখে
(গ) ধুলায়
(ঘ) সূর্যের আলোয়

৫০। **ধুলায় সবাই কী মেলতে পারেনি?**
(ক) চোখ
(খ) ঘরের দরজা
(গ) দরবারের জানালা
(ঘ) বুক

৫১। **ধুলার মেঘে কী ঢাকা পড়ে?**
(ক) রাজদরবার
(খ) সূর্য
(গ) চন্দ্র
(ঘ) বাগান

৫২। **ধুলার বেগে লোক কীভাবে মরে?**
(ক) চাপা পড়ে
(খ) ঢাকা পড়ে
(গ) কেশে
(ঘ) হেসে

৫৩। **ধুলার মাঝে কী উহ্য হয়?**
(ক) রাজা
(খ) দরবার
(গ) নগর
(ঘ) রাজাবাড়ি

৫৪। **'করিতে ধুলা দূর'- এর পরের চরণ কোনটি?**
(ক) জগৎ হলো ধুলায় ভরপুর
(খ) ধুলার মাঝে নগর হলো উহ্য
(গ) ধুলার মাঝে পড়িল ঢাকা সূর্য
(ঘ) ভরিয়ে দিল রাজার মুখ বক্ষ

৫৫। **কত লাখ ভিস্তি মশক কাঁখে ছুটল**
(ক) সতেরো লক্ষ
(খ) একুশ লাখ
(গ) সাতাশ লক্ষ
(ঘ) তেইশ লাখ

৫৬। **একুশ লাখ ভিস্তি নিয়ে লোক ছুটল কেন?**
(ক) রাজার পিপাসা মেটাতে
(খ) রাজার মন্ত্রীর জন্য
(গ) রাজ্য থেকে ধুলা দূর করতে
(ঘ) রানির গোসলের জন্য

৫৭। **পুকুরে বিলে শুধু কী পড়ে থাকল**
(ক) মাছ
(খ) পাঁক
(গ) শাপলা
(ঘ) ব্যাঙ

৫৮। **পুকুরে শুধু পাঁক পড়ে থাকল কেন?**
(ক) সব পানি রাজ্যের লোক নিয়ে যায় বলে
(খ) সব পানি শুকিয়ে যায় বলে
(গ) সব পানি মানুষ খেয়ে ফেলে বলে
(ঘ) চৈত্র মাস বলে

৫৯। **নদীর জলে কী চলে না?**
(ক) নৌকা
(খ) মানুষ
(গ) মাছ
(ঘ) পানকৌড়ি

৬০। **কোথাকার প্রাণী সাঁতার কাটতে বাধ্য হয়**
(ক) পানির
(খ) ডাঙার
(গ) পুকুরের
(ঘ) সমুদ্রের

৬১। **কিসে দেশটা উজাড় হলো**
(ক) কলেরায়
(খ) বসন্তে
(গ) সর্দিজ্বরে
(ঘ) পানিতে

৬২। **"ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা"- উক্তিটি কার?**
(ক) হবুর
(খ) গোবুর
(গ) রবুর
(ঘ) দিলুর

৬৩। **বসিল পুনঃসতেক গুণবন্ত-এখানে 'গুণবন্ত' কারা**
(ক) রাজ্যের মানুষ
(খ) জ্ঞানী-গুণী-সভাসদগণ
(গ) পন্ডিত
(ঘ) চামার

৬৪। **মাথা ঘুরে সকলে চোখে কী দেখল**
(ক) ভূত
(খ) অন্ধকার
(গ) শর্ষে
(ঘ) শাপলা

৬৫। **পৃথিবী কী দিয়ে ঢাকতে বলা হয়েছে?**
(ক) চাদর

(খ) মাদুর
(গ) পাটি
(ঘ) পলেথিন

৬৬। রাজাকে কোথায় রাখার কথা বলা হয়েছে?
(ক) রাজদরবারে
(খ) কারাগারে
(গ) ঘরে
(ঘ) ছাদে

৬৭। রাজাকে কেন ঘরে রাখতে বলা হয়েছে
(ক) যাতে রাজা ধুলার হাতে থেকে বাঁচেন
(খ) রাজা যাতে রেগে না যান
(গ) রাজা যাতে মন খারাপ না করেন
(ঘ) রাজা যাতে অপমান না করেন

৬৮। পায়ে ধুলা লাগবে না কী করলে
(ক) ধলা ঝাঁট দিলে
(খ) পানি ছিটালে
(গ) ধুলার মাঝে পা না দিলে
(ঘ) খাটে বসে থাকলে

৬৯। মাটির ভয়ে কী মাটি হবে?
(ক) রাজা
(খ) রাজ্য
(গ) পরিষদ
(ঘ) পন্ডিতরা

৭০। চামার ডাকার কথা কে বলে?
(ক) মন্ত্রী
(খ) রাজা
(গ) সকলে
(ঘ) পন্ডিত

৭১। চর্ম দিয়ে পৃথিবী মুড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে কেন?
(ক) রাজার অসুখ সারাতে
(খ) রাজ্য থেকে ধুলা তাড়াতে
(গ) সুন্দর দেখাতে
(ঘ) মহাকীর্তির জন্য

৭২। ধূলির মহী কিসের মধ্যে ঢাকলে রাজার মহাকীর্তি?
(ক) চর্মের মধ্যে
(খ) ঝুলির
(গ) থলের
(ঘ) চাদরে

৭৩। কাকে পেলে ধূলির মহী চামড়া দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে?
(ক) কামার
(খ) কুমার
(গ) চামার
(ঘ) মন্ত্রী

৭৪। চামার খঁজতে কে এদিক সেদিক ছুটে বেড়ায়?
(ক) মন্ত্রী
(খ) হবু
(গ) চর
(ঘ) পাত্ররা

৭৫। চামার কুলপতি কেমন?
(ক) তরুণ
(খ) যুবক
(গ) অসহায়
(ঘ) বৃদ্ধ

৭৬। বলিতে পারি করিলে অনুমতি-এ বাক্যের মধ্য দিয়ে চামার কুলপতির কী প্রকাশ পেয়েছে।
(ক) দক্ষতা
(খ) বিনয়
(গ) ইচ্ছা
(ঘ) বুদ্ধি

৭৭। চামার কী ঢাকার কথা বলে?
(ক) রাজার চরণ
(খ) পৃথিবী
(গ) রাজদরবার
(ঘ) রাজবাড়ি

৭৮। রাজার চরণ ঢাকলে আর কী ঢাকতে হবে না?
(ক) রাজদরবার
(খ) ধরণি
(গ) রাজবাড়ি
(ঘ) গাছপালা

৭৯। চামারের কথায় কে সন্দেহ প্রকাশ করেন?
(ক) হবু
(খ) গোবু
(গ) মহী
(ঘ) মন্ত্রী

৮০। 'এত কি হবে সিধে' উক্তিটি কার?
(ক) রাজার মন্ত্রীর
(খ) রাজার
(গ) রাজার সভাসদগণের
(ঘ) রানির

৮১। কহিল রাজা, 'এত কি হবে সিধে!-এ বাক্যে রাজার কী প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) রাগ
(খ) ক্ষোভ
(গ) অবহেলা
(ঘ) সংশয়

৮২। মন্ত্রী কাকে শূলে বিদ্ধ করে রাখতে আদেশ দেয়?

(ক) পন্ডিতকে
(খ) যন্ত্রীকে
(গ) চামার কূলপকিে
(ঘ) রানিকে

৮৩। **রাজার পা কিসের আবরণে ঢাকা হলো?**
(ক) কাপড়
(খ) চামড়া
(গ) মাটি
(ঘ) পাতা

৮৪। **কোন দিন থেকে জুতা পরার প্রচলন ঘটে?**
(ক) যেদিন ধুলা ঝাঁট দেওয়া হয়
(খ) যেদিন রাজা বক্তব্য দেন
(গ) যেদিন চর্ম আবরণে রাজার পা ঢেকে দেওয়া হয়
(ঘ) ধরণি যেদিন ধুলাপূর্ণ ছিল

৮৫। **'মাহিনা' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) মাস
(খ) বেতন
(গ) ময়না
(ঘ) নিষেধ

৮৬। **'মাহিনা' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) মাস
(খ) বেতন
(গ) ময়না
(ঘ) নিষেধ

৮৭। **পানি বহনের জন্য চামড়ার তৈরির থলিকে কী বলে?**
(ক) ভিস্তি
(খ) কিস্তি
(গ) ফরাস
(ঘ) রন্ধ্র

৮৮। **'চামার' অর্থ কী?**
(ক) ফুটো
(খ) উপযুক্ত
(গ) মুচি
(ঘ) মাদুর

৮৯। **'জুতা আবিষ্কার' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?**
(ক) কল্পনা
(খ) চিত্রা
(গ) বলাকা
(ঘ) সেঁজুতি

৯০। **'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার মূল উপজীব্য কী?**
(ক) রাজার বাহাদুরি
(খ) মন্ত্রীদের বোকামি
(গ) ধূলাবালি থেকে রাজার পা দুটো মুক্ত রাখার নানা প্রসঙ্গ
(ঘ) পৃথিবীকে ধুলাবালি থেকে রক্ষা করার বিভিন্ন উপায়

৯১। **রাজা কাকে রাজ্য থেকে ধুলাবালি দূর করার নির্দেশ দেন?**
(ক) পন্ডিতকে
(খ) মন্ত্রীকে
(গ) চামারকে
(ঘ) রানিকে

৯২। **কে রাজার পদযুগল চামড়া দিয়ে ঢেকে দেয়?**
(ক) মন্ত্রী
(খ) যন্ত্রী
(গ) চামার
(ঘ) পন্ডিত

৯৩। **আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি-এখানে 'আমার মাটি' যে অর্থ প্রকাশ করে তা হলো-**
i. রাজার রাজ্য
ii. রাজ্যের সকল মাটির অধিকারী রাজা নিজে
iii. রাজ্যের সব মাটির মালিক রাজা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) iiও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৯৪। **নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর-এ বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে-**
i. রাজার ক্রোধ
ii. রাজার শাসন
iii. রাজার চিন্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) iiও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৯৫। **পন্ডিতের সাথে মন্ত্রীর সাদৃশ্য হলো-**
i. উভয়েই রাজা হবুর রাজ্যে বাস করে
ii. উভয়েই রাজার পরিষদের মানুষ
iii. ভউয়েই বুদ্ধিহীন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) iiও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৯৬। **পাত্রদের নিদ্রা রাতে নেই-**
i. কারণ তারা রাজার সমস্যার সমাধান করতে পারেনি

ii. কারণ তারা রাজার ভয়ে ভীত
iii. কারণ তারা খুব খুশি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) iiও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৯৭। উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্য-
i. মিথ্যে মাহিনা খায়
ii. খুব ভালো ও নিরীহ
iii. বুদ্ধিমান নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) iiও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৯৮। পুকুরে বিলে শুধু পাঁক থাকল-
i. কারণ ধুলা ধুতে সব পানি শেষ হয়ে গেছে
ii. লক্ষ লক্ষ ভিস্তি পানি তুলে আনা হয়েছে
iii. সব পানি মানুষ খেয়ে ফেলেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) iiও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৯৯। জলের জীব জল বিনা মরে গেল কারণ-
i. জলে বিষ ছিল
ii. সব জল ধুলা ধোয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে
iii. নদী, বিলে পুকুরে জল ছিল না
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) iiও iii
(ঘ) i, ii ও iii

১০০। রাজা গাধা বলেছেন-
i. পন্ডিতকে
ii. মন্ত্রীকে
iii. দেশে-বিদেশের সব জ্ঞানী-গুণীকে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) iiও iii
(ঘ) i, ii ও iii

১০১। মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি, কারণ-
i. রাজা আবদ্ধ ঘরে থাকবেন
ii. রাজা বাইরে বের হয়ে রাজকার্য দেখতে পারবেন না
iii. মন্ত্রীরা সব দখল করে নেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) iiও iii
(ঘ) i, ii ও iii

১০২। চামার কুলপতি ঈষৎ হাসেন
i. কারণ তিনি সমস্যার সমাধান বের করতে পেরেছিলেন
ii. কারণ তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন
iii. কারণ তিনি মিথ্যা বলেছিলেন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) iiও iii
(ঘ) i, ii ও iii

১০৩ ।আমারো ছিল মনে/ কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে-এ কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে-
i. মন্ত্রী মিথ্যাবাদী
ii. মন্ত্রী স্বার্থপর
iii. মন্ত্রী চালাক ও সুবিধাবদী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) iiও iii
(ঘ) i, ii ও iii

১০৪। উদ্দীপকটির সাথে তোমার পঠিত কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে?
(ক) জীবন বিনিময়
(খ) জুতা-আবিষ্কার
(গ) আশা
(ঘ) বৃষ্টি

১০৫। সাদৃশ্যের কারণ-
i. রাজার আজগুবি চিন্তাভাবনা
ii. রাজার নির্দেশ
iii. প্রজাদের দুরবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০৬ থেকে ১০৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সফদার ডাক্তার মাথা ভরা টাক তার
খিদে পেলে পানি খায় চিবিয়ে
চেয়ারেতে রাতদিন বসে গোনে দুই-তিন
পড়ে বই আলোটারে নিবিয়ে।

১০৬। সফদার ডাক্তারের সাথে 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার কাদের মিল রয়েছে?

(ক) রাজাদের

(খ) চামারদের

(গ) দেশ-বিদেশের পন্ডিতদের

(ঘ) রাজার আত্মীয়দের

১০৭। মিলের ক্ষেত্রগুলো হলো-

i. বুদ্ধিহীনতা

ii. আজগুবি কর্মকান্ড

iii. কর্মঠ তারা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০৮ থেকে ১০৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইমরানদের গ্রামে খাবার পানির খুব অভাব হয় চৈত্র মাসে। গ্রামের মোড়ল ও মাতব্বর যারা আছেন তারা কেউ কোনোভাবেই কোনো সমাধান বের করতে পারেন না। শেষে ইমরান বলে, আমরা বর্ষাকালে কূপ খনন করে পানি সংরক্ষণ করতে পারি।

১০৮। উদ্দীপকের ইমরানের সাথে 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার কার সাদৃশ্য রয়েছে?

(ক) পন্ডিতের

(খ) মন্ত্রীর

(গ) রাজার

(ঘ) চামার-কুলপতির

১০৯। সাদৃশ্যের কারণ-

i. উভয়ে বুদ্ধিমান

ii. উভয়ে ছোট

iii. উভয়ে সমস্যার সমাধান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

০১। বিদ্যালয়ের চাল ফুটো হয়ে ঘরে বৃষ্টির পানি পড়ছে। জেলা বোর্ডের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পরিদর্শনে এলে প্রধান শিক্ষক বিষয়টি তাঁর নজরে আনেন। তিনি বিষয়টি গুরুত্বের সাথে শুনেন এবং বলেন, অচিরেই তিনি এ ব্যাপারে উপরে লিখবেন। অনুমোদন পেলে বাজেট করে পাঠিয়ে দিবেন। তাই তাকে আগামী বাজেট না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। জেলাবোর্ড কর্মকর্তার প্রতিশ্রুতির বিষয়টি এলাকায় আলোচিত হলে বেকার-ভবঘুরে যুবক সোহেলকে বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে। সে তার বন্ধুদের সাথে বিষয়টি আলোচনা করে দ্রুত স্কুল ঘরের সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে বের করে।

(ক) রাজা হবু ধূলি দূর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কাকে?

(খ) তজলের জীব জল বিনা মরল কেন?

(গ) জেলা-বোর্ডের কর্মকর্তার সাথে 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার গোবুরায়ের সাদৃশ্যগত দিকটি ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) 'সমাজের উপেক্ষিতদের মাধ্যমেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান সম্ভব' বিষয়টি উদ্দীপক ও 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

➲ ১নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) রাজা হবু ধূলি দূর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মন্ত্রী গোবুরায়কে।

(খ) রাজার খেয়ালিপনায় সৃষ্ট ধুলা দূর করার জন্য পুকুর ও নদীর জল তুলে ফেলার কারণে জলের জীব জল বিনা মরল। রাজা হবু রাজ্য থেকে ধুলা ঝেড়ে ফেলার হুকুম দেন। সাড়ে সতেরো লক্ষ ঝাঁটা দিয়ে ধুলা ঝাঁট দেওয়া শুরু হলে সারা রাজ্য ধুলাময় হয়ে যায়। সেই ধুলা মুক্ত করতে একুশ লাখ ভিস্তি পুকুর, বিল, নদীর সব জল তুলে আনে। ফলে জলের জীব জল বিনা মারা যায়।

(গ) সমস্যার গুরুত্ব না বুঝে সমাধান করতে যাওয়া এবং ভুল কর্মপদ্ধতি গ্রহণের দিক থেকে জেলা-বোর্ডের কমৃকর্তার সাথে 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার গোবুরায়ের সাদৃশ্য রয়েছে। জীবন চলার পথে সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা আসতেই পারে। তাকে সঠিক পন্থায় মোকাবিলা করতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলে জীবন হয়ে ওঠে উপভোগ্য যও আনন্দময়। আর যদি তার বিপরীত হয় তবে সমস্যাার মাত্রা বেড়েই চলে। উদ্দীপকের জেলা-বোর্ডের কর্মকর্তা একটি সামান্য সমস্যার সমাধান করতে যে কর্মপদ্ধতি বাৎলে দেন তা নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য। বিদ্যালয়ের চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ার পবিষয়টি সমাধান করতে তিনি প্রধান শিক্ষক আগামী বাজেট না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। এ ধরনের উদ্ভট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখি 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার গোবুরায়কে। তিনি রাজার পা দুটি ধুলা থেকে রক্ষা করতে রাজ্যের জ্ঞানীগুণী-মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করে ঝাঁটা দিয়ে রাজ্যের সব ধুলা দূর করার নির্দেশ দেন। এতে রাজ্য ধুলাময় হলে পুকুর, নদী, বিল থেকে জল তুলে শহর-নগর জল-কাদায় ঢেকে ফেলেন। এই অদূরদর্শী ও বোকামিপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের দিক থেকে গোবুরায়ের সাথে উদ্দীপকের জেলা-বোর্ডের কর্মকর্তার সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) "সমাজের উপেক্ষিতদের মাধ্যমেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান সম্ভব"— এ বক্তব্যটি উদ্দীপক ও 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার আওেলাকে তাৎপর্যমণ্ডিত। আমাদের সমাজে যারা উপেক্ষিত তারাই সভ্যতার প্রকৃত কারিগর। তাদের শ্রম ও কর্মদক্ষতায় জগৎ-সংসার সচল রয়েছে। অথচ তারাই প্রতিটি ক্ষেত্রে অবমূল্যায়িত হয়। তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান দ্বারা অনেক বড় সমস্যারও তাৎক্ষণিক সমাধান সম্ভব, যা স্বীকৃত জ্ঞানীরা সমাধান করতে হিমশিম খান। উদ্দীপকে দেখা যায় স্কুলের চাল ফুটো হয়ে পানি পড়ার সমস্যার কথা জানালে জেলা-বোর্ডের কর্মকর্তা প্রধান শিক্ষককে আগামী বাজেট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু ভবঘুরে সোহেল তার বন্ধুদের কনিয়ে সমস্যাটির সমাধানের পথ বের করে। 'জুতা-আবিষ্কারপ' কবিতায়ও এ সমস্যা সমাধানে চামার-কুলপতির অবদানের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় রাজাকে ধুলা থেকে বাঁচাতে গিয়ে মন্ত্রীসহ জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতরা সমস্যা আরও বাড়িয়ে তোলে। তবে এর সঠিক সমাধান করে সমাজে অবহেলিত, উপেক্ষিত এক চামার। সে রাজার পায়ের জুতা তৈরি করে রাজ্যের মানুষকে দুর্দশার হাত থেকে বাঁচায়। উদ্দীপকেও অবহেলিত, ভবঘুরে যুবক সোহেল সমস্যার সমাধান করেছে। তাই বলা যায়, সমাজের উপেক্ষিতদের মাধ্যমেও ডঅনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান সম্ভব।

০২। কেউ কি জানে সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা—
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?
রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা?
পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা?
কেন সেথায় সর্দি হলে ডিগবাজি খায় লোকে?
জোছ্না রাতে সবাই কেন আলতা মাখায় চোখে?
ওস্তাদেরা লেপ মুড়ি দেয় কেন মাথায় ঘাড়ে?
টাকের পরে পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে!
রাত্রে কেন ট্যাক্ঘড়িটা ডুবিয়ে রাখে ঘিয়ে?
কেন রাজার বিছ্না পাতে শিরীষ কাগজ দিয়ে?

(ক) রাজা কোন তত্ত্বের কথা পরে ভাবতে বলেন?

(খ) 'রাজ্যে মোর এ কি এ অনাসৃষ্টি!' রাজা এ প্রশ্ন কেন করেছেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকটি কোন দিক থেকে 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার প্রতিরূপ? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "উক্ত দিকটিই 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় বর্ণিত রাজ্যের যত অনাসৃষ্টির কারণ"— মন্তব্যটি যথার্থতা বিচার কর।

➲ ২নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) রাজা 'পদধূলি তত্ত্বে'র কথা পরে ভাবতে বলেন।

(খ) রাজার মাটি রাজাকেই মাটি লাগায়— এজন্য রাজা উক্ত প্রশ্নটি করেছেন। রাজা হবু হঠাৎ একদিন চিন্তা করলেন, রাজ্য তার, মাটি তার, অথচ সেই মাটিই রাজার পায়ে ধুলা মাখিয়ে দেয়! রাজা কিছুতেই এটি মেনে নিতে পারেন না। পায়ে ধুলা বা মাটি লাগার বিষয় এবং মন্ত্রীদের নির্বাক থাকার দিকটিকে রাজা অনাসৃষ্টি ভেবে উক্ত প্রশ্নটি করেছেন।

(গ) উদ্ভট চিন্তা এবং অর্থহীন কর্মকাণ্ডের দিক থেকে উদ্দীপকটি 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার প্রতিরূপ। সৃজনশীল চেতনা, সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং দূরদর্শিতার অভাবে অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যেসব কাজে সমাজ-সংসারের কল্যাণ তো হয়ই না, উপরন্তু মানবজীবনের দুর্ভোগ বাড়িয়ে দেয়। উদ্দীপকের বোম্বাগড়ের রাজা এবং তার পরিবার-পরিজনদের কর্মকাণ্ডে 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার রাজা ও তার পারিষদবর্গের উদ্ভট কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে রাজা আমসত্ত্ব ভাজা ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখেন, রানির মাথায় বালিশ বাঁধা, রানির দাদা পাউরুটিতে পেরেক ঠোকেন, শিরিশ কাগজ দিয়ে বিছানা পাতেন রাজা। এসব উদ্ভট কাজের দৃশ্য 'জাতু-আবিষ্কার' কবিতায়ও দেখা যায়। রাজার পা ধুলামুক্ত করতে গিয়ে সারা রাজ্য ধুলায় পূর্ণ করে তোলে। সেই ধুলা সরাতে রাজ্য কাদায় ডোবায়– এমনই সব অর্থহীন, উদ্ভট কাজে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কবিতার এসব উদ্ভট সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডের প্রতিরূপ উদ্দীপকটি।

(ঘ) "উক্ত দিকটিই 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় বর্ণিত রাজ্যের যত অনাসৃষ্টির কারণ"– মন্তব্যটি যথার্থ। সব কাজই মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। যেসব কাজে পরিকল্পনার অভাব থাকে কিংবা দূরদর্শিতার কমতি থাকে সেসব কাজ মানুওষের কল্যাণ অপেক্ষা দুর্ভোগই বাড়িয়ে দেয়। অনেক সময় একজনের খেয়ালের পাল্লায় পড়ে অনেকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। উদ্দীপকের কবিতাংশে উদ্ভট ও অর্থহীন কাজের বর্ণনা রয়েছে। যেমন ছবির ফ্রেমে আমসত্ত্ব বাঁধিয়ে রাখা, রানির মাথায় বালিশ বাঁধা, সর্দি হলে ডিগবাজি খাওয়া, শিরিশ কাগজের বিছানা তৈরি করা ইত্যাদি অর্থহীন বিষয় বর্ণিত হয়েছে যা 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় উল্লেখকৃত পাত্রমিত্র, মন্ত্রী, জ্ঞানী-গুণী-যন্ত্রী, পণ্ডিতদের কর্মকাণ্ডে তুলে ধরা হয়েছে। এসব বিষয়ই কবিতার যতসব অনাসৃষ্টির কারণ। 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় রাজা ধুলা থেকে বাঁচতে সারা দেশ থেকে ধুলা দূর করার সিদ্ধান্ত দেন। মন্ত্রী, পারিষদ ও পণ্ডিতদের সৃষ্টিছাড়া সিদ্ধান্তে দেশ ধুলা-কাদায় ছেয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ ঝাঁটা দেশের ধুলা ঝাড়া শুরু হলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সে সমস্যা থেকে বাঁচতে পুকুর-নদীর জল তুলে ধুলা দূর করতে গিয়ে কাদায় দেশ ছেয়ে যায়। সারা পৃথিবী চামড়া দ্বারা ঢেকে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়। এসব উদ্ভট চিন্তা, অর্থহীন কর্মকাণ্ডে দেশ ও জনগণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এসব কারণেই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

০৩। একটি পাখিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাজা মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন। রাজার নিকটাত্মীয়রা এ দায়িত্ব পেল। পণ্ডিতেরা অনেক বিচার-বিবেচনা করে বললেন, পাখিদের বাসা ছোট এবং খড়কুটার তৈরি, তাই এতে বিদ্যা ধরে না। তাই খাঁচা বানানোর পরামর্শ দিয়ে দক্ষিণা নিয়ে চলে গেলেন। স্যাকরা সোনার খাঁচা তৈরি করে দিয়ে থলি বোঝাই ডবখশিশ নিয়ে গেল। পণ্ডিতেরা পাখিটাকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার জন্য লেগে গেলেন। তাঁরা আরও পুঁথি লিখিয়ে নিলেন। লিপিকররা পারিতোষিক নিয়ে চলে গেলেন। খাঁচা তৈরি ও অন্যান্য কাজে অনেক লোক লাগল। পাখিকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশাল আয়োজন চলতে লাগল।

(ক) 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় কাদের মুখ চুন হলো?

(খ) "ধুলার মাঝে নগর হলো উহ্য"– কেন উহ্য হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকের রাজা 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার কোন চরিত্রের প্রতিনিধি? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপক এবং 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় দৃশ্যমান কর্মকান্ডের পরিণতি একই– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

➲ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় পণ্ডিতদের মুখ চুন হলো।

(খ) "ধুলার মাঝে নগর হলো উহ্য"– ধুলা ঝাড়তে গিয়ে সারা রাজ্য ধুলায় পূর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে উক্ত কথাটি বলা হয়েছে। পায়ে ধুলা লাগে বিধায় রাজা হবু মন্ত্রী গোবুরায়কে ব্যবস্থা নিতে বলেন। মন্ত্রী পণ্ডিতদের পরামর্শে সাড়ে সতেরো লক্ষ ঝাঁটা কিনে রাজ্যের ধুলা দূর করার কর্মযজ্ঞ শুরু করে। ফলে ধুলা ঝাড়তে গিয়ে রাজ্যের আকাশ-বাতাস, শহর-নগর ধুলাতে ছেয়ে যায়। এ অবস্থার বর্ণনা করতে কবি উক্ত পঙ্‌ক্তিটি রচনা করেছেন।

(গ) উদ্দীপকের রাজা 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার রাজা হবু চরিত্রের প্রতিনিধি। জগৎ-সংসারে নানা বৈশিষ্ট্যের মানুষ রয়েছে। কাজের প্রতি যেমন সবার সমান মনোযোগ ও পারদর্শিতা থাকে না তেমনি চিন্তা-চেতনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও সবার এক রকম থাকে না। দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে মানুষ নিজে যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তেমনি অন্যরাও তার জন্য সমস্যায় পড়তে পারে। উদ্দীপকের রাজার খেয়াল-খুশিতে রাজ্যের সবকিছু পরিচালিত হয়। তিনি একদিন একটি পাখিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন। একবারও এর সম্ভাব্যতা ভেবে দেখলেন না। রাজ্যে এ নিয়ে বিস্তর শোরগোল পড়ল, অনেকে নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধার করল, যা পণ্ডশ্রমে পরিণত হলো। 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার রাজা হবু তার মন্ত্রী গোবুরায়কে রাজ্যের ধুলা দূর করার নির্দেশ দেন। যার ফলে সারা রাজ্য ধুলায় ছেয়ে যায়। রাজার একটি মাত্র খেয়ালি নির্দেশনায় সারা রাজ্যের মানুষ কষ্ট ভোগ করে। এই রাজা চরিত্রেরই প্রতিনিধি উদ্দীপকের রাজা।

(ঘ) উদ্দীপক এবং 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় দৃশ্যমান কর্মকাণ্ডের পরিণতি একই– মন্তব্যটি যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত। সব কর্মই মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। কর্মপরিকল্পনার মাঝে যদি সৎ উদ্দেশ্য না থাকে কিংবা সুদূরপ্রসারী চিন্তাচেতনা না থাকে তবে সে কাজ মানুষের হিত সাধন তো

করেই না, উপরন্তু জনজীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। খেয়ালি সিদ্ধান্তের কারণে এ ধরনের দুর্ভোগ বেড়ে যায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, একটি পাখিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সবাই মরিয়া হয়ে উঠেছে। সোনার খাঁচা বানানো হলো, পাখির শিক্ষার জন্য আরও অনেক লিপি লিখিয়ে নেওয়া হলো, যার সবটাই হলো অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় রাজার পায়ে যেন ধুলা না লাগে সে জন্য জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত সবাই মিলে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে ঝাঁট দিয়ে পুরো রাজ্যের ধুলা পরিষ্কার করা হবে। শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় না পেয়ে পুরো রাজ্যকেই চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই কাজগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অগ্রহণযোগ্য। উদ্দীপকে পাখিকে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পাখিকে শিক্ষা দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানে রাজা একেবারেই অবান্তর একটি নির্দেশ দিয়েছেন। আবার 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় রাজ্য থেকে ধুলা ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করা এবং চামড়া দিয়ে রাজ্য ঢেকে দেওয়ার বিষয়টিও উদ্দীপকের ভিত্তিহীন ও অবান্তর নির্দেশেরই শামিল। উদ্দীপকের কর্মকাণ্ড এবং কবিতার কর্মকাণ্ড এক রকম না হলেও উভয় স্থানেই অপ্রাসঙ্গিক কাজকর্ম করা হয়েছে। যার ফল শূন্য এবং শুধু শুধু সময় নষ্ট। তাই বলা যায়, উদ্দীপকেও 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় দৃশ্যমান কর্মকাণ্ডের পরিণতি একই।

০৪। মিটিং হল ফিটিং হল, কান মেলে না তবু,
ডানে-বাঁয়ে ছুটে বেড়াই মেলান যদি প্রভু!
ছুটতে দেখে ছোট্ট ছেলে বলল, কেন মিছে
কানের খোঁজে মরছ ঘুরে সোনার চিলের পিছে?
(ক) রাজা কতক্ষণ ভাবলেন?
(খ) রাজা কিসের প্রতিকার করতে বলেছেন? বুঝিয়ে লেখ।
(গ) উদ্দীপকের সাথে 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে?
(ঘ) উদ্দীপকটি 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে না— মন্তব্যটি যাচাই কর।

➲ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) রাজা সারারাত ভাবলেন।

(খ) রাজার পায়ে যেন ধুলা না লাগে রাজা সেই ধুলা সংক্রান্ত অনাসৃষ্টির প্রতিকার করতে বলেছেন। রাজা সারারাত ভেবেচিন্তে মন্ত্রীকে বলেন যে, রাজ্যে চলাফেরা করার সময় তার পায়ে ধুলা লাগে। এটা তার ভালো লাগে না। কারণ তিনি রাজা। তার পায়ে ধুলো লাগবে এটা হতে পারে না। রাজার পায়ে ধুলো-ময়লা থাকবে এটা রাজা মেনে নিতে পারবেন না। নিজের পায়ে ধুলা যেন না লাগে মন্ত্রীকে ডেকে সে ব্যবস্থা করতে বলেছেন রাজা। যদি না পারে তাহলে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানান। রাজ্য থেকে ধুলা সরানোর ব্যবস্থা করতে বলেন রাজা।

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার বিশৃঙ্খলার দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের সমাজে সমস্যা নিয়ে সমাধানের চেয়ে বিশৃঙ্খলার দিকটি বেশি দেখা যায়। কোনো সমস্যা নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করাটা বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু আমাদের সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় সমস্যা সমাধানের চেয়ে সেটা নিয়ে হৈ চৈ এবং গোলমাল বেশি করা হয়। যা আরও অনেক সমস্যা ডেকে আনে। উদ্দীপকে দেখা যায়, চিলে কান নিয়ে গেছে এমন গুজব শুনে সবাই কানের খোঁজে চিলের পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল। পরে ছোট্ট একটি ছেলে সবাইকে ছুটতে দেখে ঠাট্টা করে বলে, শুধু যশুধু কেন চিলের পিছে ছুটছ সবাই? কান চিলে নিয়ে গেছে এমন গুজবেই সবাই মত্ত। ঘটনা পরখ করার মতো বুদ্ধি কারওই নেই। যার ফলে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে কযায়। 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় রাজা রাজ্য থেকে ধুলার প্রতিকার করতে বললেও সবাই নির্বোধের মতো বিশৃঙ্খলা শুরু করে দেয়। সমস্যা সমাধানের জন্য কেউ সুচিন্তিত কোনো মতামত দিতে পারে না। উদ্দীপকের গুজবে চিলের পিছে ছোটা এবং আলোচ্য কবিতায় ধুলা প্রতিকারের জন্য অবান্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে কবিতার বিশৃঙ্খলার দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) উদ্দীপকটি 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে না— মন্তব্যটি সার্থক। সমাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের অসংগতি দেখা যায়। তার জন্য বিচলিত হয়ে এবং শুধু গুজবে কান দিয়ে বিশৃঙ্খলা না বাড়িয়ে সঠিক সমাধান খুঁজে বের করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিতে না পারলে সমস্যা কমে না, বরং আরও বেড়ে যায়। উদ্দীপকে কান চিলে নিয়ে গেছে এমন কথা শুনে সবাই চিলের খোঁজে বের হয়। ঘটনার সত্যতা বা আসল ঘটনা না জেনে বৃথাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে সবাই মিলে। সবাই মিলে মিটিং করেও চিলের কোনো খোঁজ পায় না। ছোট্ট এক শিশু তখন সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আসলে সবাই গুজবে ছুটছে চিলের পেছনে। 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় রাজার পায়ে ধুলা লাগার প্রতিকার করার জন্য সবাই অনেক মিটিং করেও কোনো কূলকিনারা পায় না। ঝাঁটা দিয়ে ধুলা প্রতিকার করতে গিয়ে রাজ্য ধুলাময় করে তোলে, অনেকে আবার রাজাকে ছিদ্রহীন ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে বলে। আসলে সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে কেউ না ভেবে অবান্তর সব সিদ্ধান্ত দেয়। সবশেষে চামার কুলপতি এসে সবার বুদ্ধিকে হার মানিয়ে জুতা বানিয়ে সমস্যার সমাধান করেন। উদ্দীপকে সবাই ঘটনা সম্পর্কে না জেনে-বুঝেই চিলের পেছনে দৌড়ায়, যা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। আবার কবিতাতেও উদ্ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ধুলা তাড়ানোর জন্য, যা

উদ্দীপকের বোকামির পরিচয়ের সামিল। কিন্তু আলোচ্য কবিতায় সাধারণ মানুষের অসাধারণ কাজ সম্পাদনের বিষয়টি প্রধান হয়ে উঠেছে, যা উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার মূল ভাবকে ধারণ করে না।

০৫। মিস্ত্রি, কামার, শিল্পী, দরজি এরা কি সত্যই নিম্নস্তরের লোক? অশিক্ষিত বলেই কি সভ্য সমাজে এদের স্থান নেই? যা তুমি সামান্য বলে অবহেলা করছ তা কতখানি জ্ঞান, চিন্তা ও সাধনার ফল তা কি ভেবে দেখেছ?

(ক) 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার চরণ সংখ্যা কত?

(খ) চামার-কুলপতিকে মন্ত্রী কেন শূলে চড়াতে চাইলেন?

(গ) উদ্দীপকটি 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার কোন দিকটির ইঙ্গিতবাহী? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "উক্ত দিকটি 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার সমগ্র ভাবের প্রকাশক– মন্তব্যটির সাথে কি তুমি একমত? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দেখাও?

➲ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ☪

(ক) 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার চরণ সংখ্যা ১০০।

(খ) ধুলা থেকে বাঁচাতে রাজার চরণ কেবল ঢাকতে বলায় মন্ত্রী চামার-কুলপতিকে শূলে চড়াতে চাইলেন। রাজার হুকুমে রাজ্য থেকে ধুলা দূর করতে গ্রাম-শহর-নগর ধুলায় ছেয়ে যায়। সেই ধুলার হাত থেকে রক্ষা পেতে রাজা, মন্ত্রী ও পণ্ডিতবর্গ মিলে চামড়া দ্বারা সারাদেশ ঢেকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এমন সময় চামার কুলপতি এসে রাজার পা দুখানি ঢেকে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এ কথা মন্ত্রী শোনা মাত্র তার গ্রহণযোগ্যতা বিচার না করেই চামার কুলপতিকে শূলে চড়াতে চাইলেন।

(গ) উদ্দীপকটি 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার সাধারণ মানুষের কর্ম সম্পাদনের কৃতিত্বের দিকটি ইঙ্গিত বহন করে। ছোট বলে কোনো মানুষকে অবহেলা করা উচিত নয়। এমন অনেক কাজ আছে যা অনেক সময় জ্ঞান বা চিন্তাশক্তি দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। সেসব কাজ তারাই করতে পারে যাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান রয়েছে। সমাজের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণির মানুষেরাই তাদের কর্মপদ্ধতি ও তৎপরতা দ্বারা মানবসভ্যতা সুন্দর করে গড়ে তুলেছে। উদ্দীপকে সমাজের শ্রমীজীবীদের কর্মকাণ্ডের এবং প্রচেষ্টার কথা, তাদের অবদানের কথা স্মরণ করা হয়েছে। মিস্ত্রি, কামার, শিল্পী, দরজি এদের নিম্নস্তরের লোক বলে অবহেলা করা হয়। তাদের কাজকে নিম্ন স্তরের কাজ বলে অবমূল্যায়ন করা হয়, যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এ বিষয়টি 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় বর্ণিত সমাজের নিম্ন শ্রেণির লোক চামারদের কর্মগুণ ও তৎপরতা দ্বারা জনকল্যাণের দিকটিকে ইঙ্গিত করে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকটি 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার সাধারণ মানুষের কর্ম সম্পাদনের কৃতিত্বের দিকটি ইঙ্গিত বহন করে।

(ঘ) "উক্ত দিকটি 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার সমগ্র ভাবের প্রকাশক।"– মন্তব্যটির সাথে আমি একমত নই। শ্রমজীবীরা আমাদের সমাজের গতিময়তার নিয়ামক। অথচ তাদের কর্মের স্বীকৃতি দিতে মানুষ কুণ্ঠাবোধ করে। ছোট কাজ বলে অবহেলা করে। তাদের প্রতি ঘৃণাভরা মনোভাব পোষণ করে। এ কারণেই আমাদের সমাজ পিছনে পড়ে আছে। উদ্দীপকে শ্রমজীবীদের কর্মকাণ্ডকে শ্রদ্ধার সাথে মূল্যায়ন করা হয়েছে। মিস্ত্রি, কামার, শিল্পী, দরজি এদের সভ্য সমাজে স্থান নেই। সামান্য বলে এদের অবহেলা করা হয়, যা আমাদের জন্য লজ্জার। উদ্দীপকের এ ভাবটি 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায়ও উপস্থাপিত হয়েছে। তবে এ বিষয়টিই কবিতার একমাত্র দিক নয়। 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় উক্ত বিষয় ছাড়াও রাজার উদ্ভট ও অর্থহীন চিন্তা-ভাবনা, সিদ্ধান্ত, মন্ত্রী ও সভাসদদের কর্ম পালনের তৎপরতা, হাস্যকর কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে হাস্যরসের মাধ্যমে, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যের সাথে আমি একমত নই।